ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয়
জনতথ্য বিভাগ

শেখ হাসিনার মুলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং- ৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৩৯.২০১৫/৯৮৬ তারিখ ঃ ২৪/১০/২০২০

বার্তা সম্পাদক
বাংলা ইনসাইডার
ঢাকা।

বিষয়ঃ **'আবার মুখোমুখি হচ্ছেন তাপস-তাকসিম'** শিরোনামে আপনার অনলাইন ভিত্তিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার তীব্র প্রতিবাদ প্রসংগে।

শুক্রবার, ২৩ অক্টোবর ২০২০ তারিখে আপনার অনলাইন ভিত্তিক 'বাংলা ইনসাইডার' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এ বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্য নিম্নরুপঃ

সংবাদের শিরোনামটিই অপ্রাসংগিক এবং উষ্কানিমূলক। এরুপ শিরোনাম উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে দুটি সেবাদানকারি সংস্থাকে জনগনের সামনে দ্বন্দ্বে জড়ানোর অপচেষ্টা মাত্র। দুটি সংস্থাই পারস্পারিক কাজে আন্তরিক এবং সৌহর্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে ঢাকা মহানগরীর নগরবাসীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে। দুটি সংস্থাই নগরবাসীর উন্নয়ণের জন্য সরকারের কাছে দায়বদ্ধ। দুই প্রতিষ্ঠানের প্রধানদ্বয়ের পদ পর্যায়ও ভিন্ন। প্রতিবেদকের বিষয়টি বোঝা দরকার ছিল। আর দ্বন্দ্বের তো প্রশ্নই আসে না।

প্রতিবেদনে কিছু অবাস্তব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজ সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাষ অনুযায়ি আগামিকালও বৃষ্টি হবে এবং এতে ঢাকার অধিকাংশ এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হতে পারে। প্রতিবেদকের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ইতোপূর্বে ঘন্টায় ২৫ মি.মি থেকে ৪০ মি.মি বৃষ্টিপাত হলেও ঢাকা শহরের কোথাও পানি জমেনি এবং জমার সম্ভাবনাও থাকে না। কারণ, ড্রেনেজ লাইনগুলি এই ধরনের গড় বৃষ্টিপাতের কথা মাথায় রেখেই ডিজাইন করা হয়েছে। তবে এর থেকে অধিক অর্থাৎ ঘন্টায় ৭০ মিলিমিটার বা তারও অধিক বৃষ্টিপাত হলে পানি নিষ্কাশনে কিছুটা সময় বেশি লাগে কিন্তু কখনোই জলাবদ্ধতা হয় না। আর বছরের এ সময়ে অর্থাৎ শীতের প্রারম্ভে এই ধরনের নিম্নচাপ ঘটিত বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে এবং এতে কোন জলাবদ্ধতার আশংকা নেই।

প্রতিবেদনটিতে জলাবদ্ধতা নিয়ে ওয়াসার সংগে সিটি কর্পোরেশনের দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল বলে যে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে তা সত্য নয়। কারণ উভয় সংস্থা বৃষ্টির সময় যার যার অবস্থান থেকে দায়িত্ব সুচারুরুপে পালন করে আসছে। বৃষ্টির সময় ঢাকা শহরের কোথাও জলাবদ্ধতা হয় না। বৃষ্টির পরিমান বেশি হলে পানি নামতে কিছু সময় বেশি লাগে-যাকে জলযট বলে।

প্রতিবেদনে ঢাকা শহরে জলযটের প্রধান কারন হিসেবে এর চারপাশের খালগুলো বন্ধ হয়ে গেছে এং এর জন্য ঢাকা ওয়াসাকে দায়ী করা হয়েছে। এটি ভিত্তিহীন। কারন, খালগুলো বন্ধ হয়ে গেলে নগরীর গৃহস্থলী ও বৃষ্টির পানি নদীতে নিষ্কাশিত হতে পারতো না। ফলে সব সময়ই জলাবদ্ধতা থাকতো। ড্রেনেজ ব্যবস্থা অকার্যকর এবং ঢাকা ওয়াসার দায়িত্বে অবহেলার কথা তুলে ধরে যে বিরোধ তৈরির অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে তা একান্তই প্রতিবেদকের মনগড়া। কারন ঢাকা মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে তথা ড্রেনেজ ব্যবস্থার উপর ৭টি সংস্থা কাজ করছে। নগরীর ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা পরিচালনার সমূদয় কাজটি একহাতে করলে জলাবদ্ধতা নিরসনের কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন হবে বলে ২০১২ সাল থেকেই ঢাকা ওয়াসা মতামত দিয়ে আসছে।

পরিশেষে, আপনার 'বাংলা ইনসাইডার' অনলাইন পত্রিকার একই কলামে আমাদের বক্তব্যটি হুবহু প্রচারের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে

২৪/১০/2020

এ. এম. মোস্তফা তারেক
উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা
ঢাকা ওয়াসা।